# ঋণের বোঝা

□□□□ □□□□ □□ □□□

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায় বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

﴿ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣ ﴾

অর্থাৎ, ---অনন্তর যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত, অন্যের গচ্ছিত (প্রাপ্য) প্রত্যর্পণ করা এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষী গোপন না করা। আর যে কেউ তা (সাক্ষ্য) গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্যের) খেয়ানত করো না। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)*

একজন মুসলিমের অর্থ অপর মুসলিমের জন্য ঠিক সেই রকম হারাম, যে রকম হারাম তার রক্ত। *(সহীহুল জামে' ৩১৪০ নং)* সুতরাং ঋণ করার মাধ্যমে অপরের মাল খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করা সমীচীন হতে পারে না কোন মুসলিমের জন্য।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লোকের মাল-ধন ছিনিয়ে নেয়, সে হল ডাকাত, যে গোপনে চুরি করে সে হল চোর, আর যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের সুরে কোন ভাল মানুষের কাছে ঋণ করে পরিশোধ করতে চায় না এমন ব্যক্তিও সাধু ডাকাত অথবা ভদ্র চোর!

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১০ নং)*

এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদিও অন্যান্য দিকে ভাল লোক হয়, তবুও মরণের পর ঐ ঋণের কারণে তার আত্মা লটকে থাকবে; যতক্ষণ না তার তরফ থেকে কেউ তার সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১৩ নং)*

সাহাবী সা'দ বিন আত্ত্বওয়াল বলেন, আমার ভাই মারা গেল। মরার সময় সে ৩০০ দিরহাম ছেড়ে গেল। আর ছেড়ে গেল তার ছেলে-মেয়ে। আমি স্থির করলাম যে, ঐ ৩০০ দিরহাম তার ছেলে-মেয়েদের পিছনে খরচ করব। কিন্তু ভাই ছিল ঋণগ্রস্ত। নবী ﷺ -এর কাছে এ খবর জানালে তিনি আমাকে বললেন, "তোমার ভাই ঋণের ফলে আটকে আছে। তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ২৪৩৩, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৫০ নং)*

বলা বাহুল্য, অন্যান্য নেক আমলের ফলে যদিও মুসলিম ব্যক্তি বেহেশ্তের অধিকারী হয়, তবুও ঐ ঋণ তার বেহেশ্তের পথে বাধা ও কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কাল আখেরাতে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এমন লোক বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না।

শুধু সাধারণ মুসলিমই নয়; বরং যদি সে আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত শহীদও হয়, তবুও ঋণ তাকে বেহেশ্তে যেতে বাধা দেবে। মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, "সুবহানাল্লাহ! ঋণের ব্যাপারে কি কঠিনতাই না অবতীর্ণ হয়েছে! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর জীবিত হয়ে পুনরায় জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবারও শহীদ হয়, আর সে ঋণগ্রস্ত হয় -তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬০০ নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "ঋণ পরিশোধ না করার পাপ ছাড়া শহীদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১২ নং)*

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যের সাথে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদ্পদ না হয়ে খুন হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ কি আমার পাপসমূহকে মাফ করে দেবেন?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর সে যখন কিছু দূর চলে গেল, তখন তাকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁ, তবে ঋণ পরিশোধ না করার পাপ মাফ করবেন না। জিবরীল আমাকে এরকমই বললেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১১ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ৩টি জিনিস থেকে পবিত্র থেকে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর তা হল, অহংকার, গনীমতের মালে খেয়ানত ও ঋণ।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১২ নং)*

ঋণ ভাল জিনিস নয়, ঋণ করে পরিশোধ না করা ভাল লোকের নিদর্শন নয় -এ কথা উম্মতকে বুঝাবার জন্য মহানবী ﷺ ঋণগ্রস্ত লাশের জানাযা পড়েননি!

সালামাহ বিন আক্ওয়া' বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম। ইতি মধ্যে একটি জানাযা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" সকলে বলল, 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলা হল, 'হ্যাঁ।' বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'তিন দীনার।' তা শুনে তিনি তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলল, " তিন দীনার।" বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' একথা শুনে বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" তখন আবু কাতাদাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।' *(বুখারী, নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত ২৯০৯ নং)*

পরকালের প্রতি ক্ষীণ ঈমানের বহু মুসলিমই ঋণ করে কোন এক ওজরে তা পরিশোধ না করে বগল বাজিয়ে থাকে। অথচ সে মনের গহীন কোণে এ কথা কল্পনাও করে না যে, ঋণদাতা ও পার্থিব বিচারালয় বা কারাগার থেকে সে বেঁচে গেলেও আর এক এমন বিচারালয় ও শেষ বিচার আছে, যেখানে সে কোনক্রমেই ফাঁকি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। এ জগতে টাকা ঋণ নিয়ে সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করলেই সে বাঁচতে পারত। কিন্তু সে জগতে আর হাতে টাকা থাকবে না। টাকা কামাই করার কোন পথ থাকবে না। ফলে তাকে এমন জিনিস দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যে জিনিসের মুখাপেক্ষী হবে সে নিজে। তখন বাধ্য হয়েই এর চাইতে বহু মূল্যবান বস্তু দিয়ে ঐ ভুলের খেসারত কড়ায়-গন্ডায় আদায় করতে হবে।

একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবাগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যার কোন দিরহাম নেই, যার কোন আসবাব-পত্র নেই।' মহানবী ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতে নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে দেখবে যে, সে একে গালি দিয়েছে, ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, এর মাল আত্মসাৎ করেছে, ওকে খুন করেছে, একে মেরেছে--- ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিশোধ স্বরূপ একে নিজের নেকী দান করবে, ওকেও নিজের নেকী দান করবে। পরিশেষে যখন নেকী নিঃশেষ হয়ে যাবে অথচ তার প্রতিশোধ শেষ হবে না, তখন ওদের গোনাহ নিয়ে এর ঘাড়ে চাপানো হবে এবং সবশেষে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে!" *(মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৪৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি একটি দীনার অথবা দিরহাম ঋণ রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতে) নিজের নেকী থেকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ, সেখানে কোন দীনার নেই, কোন দিরহামও নেই।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে' ৩৪১৮, ৬৫৪৬ নং)*

পরকালে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিমকে পরপারের ৪টি লুট থেকে সাবধান হওয়া উচিত; মালাকুল মওতের আত্মা লুট, ওয়ারেসীনদের ধন-সম্পত্তি লুট, পোকা-মাকড়ের দেহ লুট এবং (পরিশোধ না করা ঋণের) ঋণদাতাদের নেকীর লুট।

কিয়ামতের আদালতে নেকীর প্রয়োজন পড়বে এত বেশী যে, তারই উপর নির্ভর করে পরকালের জীবন ও তার মান নির্ণয় করা হবে। সেদিন নেকী-বদী ওজন করা হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে পাবে সন্তোষজনক (আনন্দময়) জীবন। আর যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া দোযখে; উত্তপ্ত আগুনে। *(সূরা ক্বারিআহ)*